নিবেদন

বাঙলা সাহিত্যে ছড়া নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই ; এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য, ওয়াকিল আহমেদ, আশরাফ সিদ্দিকি, নির্মলেন্দু ভৌমিক থেকে আরও অনেক বিশিষ্ট সাহিত্য ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সমৃদ্ধ জগতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে মনে হলেও আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মীর রেজাউল করিমের আন্তরিক উৎসাহই এই পথে পদচারণার পাথেয়। সস্নেহ উৎসাহ দিয়েছিলেন আরও একজন লোকসংস্কৃতির প্রসিদ্ধ গবেষক ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী। প্রশ্রয় পেয়েছি আমার শিক্ষাগুরু ড. প্রদ্যোত ঘোষ ও ড. পুষ্পজিত রায়ের কাছ থেকেও।

'চাঁদ উঠেছে ফুল উঠেছে', তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা', 'খোকা যাবে রথে চড়ে', 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' অথবা 'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি' - ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা এইসব অসংখ্য ছড়া যে কেবলই অপ্রয়োজনীয় বা অপরিণামদর্শী মনের রচনা নয়, পরিণত বয়সের এই ভাবনাই উস্কে দিয়েছিল আপাত নিরীহ এই ছড়াগুলির সৃষ্টির শিকড়ে পৌঁছে যাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছেটিকে। বাঙালি জাতির ইতিহাস নাই বলে একসময় দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যেভাবে লিখলে একটি জাতির সামগ্রিকতাকে ধরতে সর্বার্থে সুবিধা হয়, সেভাবে ইতিহাস লেখা না থাকলেও বলা যেতে পারে বাঙলাদেশ তথা বাঙালি জাতিকে জানার জন্য আজও যদি কোনো তথ্য অবিকৃতভাবে থেকে থাকে, তা হল এই ছড়াগুলি। বাঙালি জাতির সমাজ, সংস্কার, অর্থনীতি; তার শৌর্য-বীর্য, জীবন-জিজ্ঞাসা এমনকি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক নির্দশনও ধরে রেখেছে এই ছড়াগুলি - পরিবর্তমানতার হাজার উপাদানও যাকে বিনষ্ট করতে পারে নি এতটুকু। বাঙলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যাতীত এই ছড়াগুলি তাই বাঙলার জাতীয় সম্পদই শুধু নয়, প্রাণের মননের এমনকি অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় সনদ।

এই অভিসন্দর্ভটিতে বাঙালি জাতির অতীত থেকে বর্তমানের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, নারীর মনস্তত্ব, লোক-ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ব বিষয়ক ছড়াগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। আলোচ্য ছড়াগুলিতে দেখাতে চেষ্টা করেছি অতীত বাঙলা ও বাঙালির বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে সংহত বীজাকারে রয়েছে এই লোক আঙ্গিকটিতে। ছড়া নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যত অগ্রসর হয়েছি, বুঝেছি এ এক অতলান্ত মহাসাগর, যার কূল হয়তো আছে, কিন্তু কিনারার জন্য চলতে হবে আরও অনেক পথ।

যাঁদের ঐকান্তিক সাহচর্য ছাড়া এই অভিসন্দর্ভটির রূপায়ণ সম্ভব ছিল না, তাঁরা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আমার আশ্রয় পরিবার-পরিজন, মা-বাবা, ভাই-বোন, আমার পুত্রদ্বয় ও আমার সদা সঙ্গী। এছাড়াও রয়েছে স্নেহাস্পদ অনুজেরা, কারিগরী দক্ষতায় যাঁরা একেবারেই আধুনিক সুব্রত পাল, সঞ্জয় সেন, গৌতম দাস। এছাড়াও রইল আরও অনেকে যাঁদের সাহচর্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে সর্ব অর্থেই কৃতজ্ঞ রইলাম সবার কাছে।

সুস্মিতা সোম

গবেষক